একটু ভাবুন!

শ্রী তুষার কান্তি মণ্ডল

এ. ডি. এস. আর., বোলপুর

কি ভাববেন? কেন ভাববেন? ভেবে হবেই বা কি? ভেবে লাভই বা কি? ক্ষতি বা কি? কার জন্য ভাববেন?

সেদিন প্রিয়া বলল, দাদা কিছু লিখুন। হ্যাঁ প্রিয়া মানে প্রিয়া মুখার্জী, এ.ডি.এস. আর. কদম্বগাছি। ওর উদ্দেশ্য ও আগ্রহ দেখে না বলতে পারলাম না। তাই বললাম আচ্ছা দেখছি কিছু লেখা যায় কিনা। সত্যিই প্রিয়া সেদিন আমাকে আবার ভাবিয়ে তুলল। সেদিন মিটিং শেষ হবার আগে সবাইকে বলে রওনা দিলাম হাওড়ায় বিশ্বভারতী ফাষ্ট প্যাসেঞ্জার ধরার জন্য, বোলপুর যেতে হবে। লম্বা সময় শীতের রবিবার তার উপর ভারত ওয়েষ্ট ইন্ডিজ্ ক্রিকেট ম্যাচ। তাই আপ ট্রেন বেশ ফাঁকা। তারই মাঝে নির্জন একটা জায়গা বেছে নিয়ে, ভাবতে শুরু করলাম। কি লিখবো? প্রিয়া বলেছিল, দাদা কবিতা, গল্প বা অন্য যে কোন বিষয়ের উপর লিখতে পারেন। তবে একটু তাড়াতাড়ি। প্রথমে মনে এল কবিতা লেখার কথা। তারপর ভাবলাম কি নিয়ে লিখবো। কবিতা না গল্প? মনে পড়ল কোচবিহারে, সম্মেলনের সময় 'চোর' নামে একটা স্বরচিত কবিতা পড়েছিলাম। অনেক বিতর্ক, অনেক সমালোচনা। কেউ কেউ বাহবা দিয়েছিল বটে, তবে অনেকের মুখের আকৃতি নিমপাতা চিবলে বা কালমেঘ রস খেলে যেমন হয় সেরকম হয়েছিল। মনে পড়লো কয়েক বছর আগের কথা, অন্য এক এ্যাসোসিয়েসনের পত্রিকায় কিছু লেখা দেবার জন্য দাদারা বলেছিল। দুটো কবিতাও পাঠিয়েছিলাম, বলেছিলাম প্রয়োজনে পরিবর্তন বা সংযোজন করতে পারেন। কিন্তু না, শেষ পর্যন্ত পত্রিকায় স্থান আদায় করার যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি বা বলতে পারি সমালোচনার ভয়ে প্রকাশের সাহস দেখাতে পারেনি। ঐ পত্রিকায় আমার লেখা নেই দেখে বন্ধুবর উৎপল কটাক্ষ করে বলেছিল, সেকি দাদা তোমার লেখা পত্রিকায় নেই কেন। আমি বলে ফেললাম যোগ্যতা অর্জন করতে পারেনি। উৎপল বলল, তুমি আমাদের কাছে পাঠিয়ে দাও, ভালো খারাপ যাই হোক আমরা পুরোটা ছাপাবো। সেদিন সত্যিই সাহস পাইনি। তবে মনে মনে দুঃখ পেয়েছিলাম, যখন দাদারা বলেছিল, তুমি ভ্রমণ নিয়ে কিছু লেখো কিংবা আইন নিয়ে কিছু লেখো। বুঝলাম বিতর্ক এড়াতে ওরা আমার লেখার ধরণ বদলাতে চাইছে। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলাম কোন দিনই ওদের কাছে কোন লেখা দেবো না। মুখ ফুটে বলেও ফেলেছিলাম— অবসর নেবার পর বই আকারে প্রকাশ করবো নিজেই। জানিনা কেন ওরা ছাপাতে এত ভয় পেয়েছিল। আমার অভ্যাসটা একটু খারাপ, অপ্রিয় সত্যি কথা শুনেছি বলা উচিৎ নয়। কিন্তু আমি সেটাই বলে ফেলি। দুঃখ পেয়েছিলাম, আর মনে মনে ভেবে নিয়েছিলাম আর কারোর বিরাগভাজন হব না। সে যাই হোক, এবারো তাই বিতর্ক বা সমালোচনা এড়াতে চাই। মনে মনে ভাবলাম অনেক সাবধান হতে হবে, কিন্তু যতই ভাবছি, অন্য বিষয় কি লেখা যায় ততই ঘুরে ফিরে মনে আসছে, সেই পুরাতন ভাবনা, দুর্নীতি বিষয়ক সমালোচনা। হঠাৎ ট্রেনের কামরায় ক্রিকেট সমালোচকদের একজন বলল সেওবাগকে তার স্বাভাবিক খেলা খেতে দাও, দেখবে ও রেকর্ডের বন্যা বইয়ে দেবে। কথাটা আমার মনে বাজলো। ঠিকতো যার যা ধরণ, তার বাহিরে আনতে গেলে ছন্দপতন হবে। তাই স্বাভাবিক ধরণকে প্রকাশ করতে দাও। ঠিক করলাম মনের মধ্যে যা প্রতিনিয়ত আন্দোলিত হচ্ছে, যা প্রকাশ করার জন্য মন জায়গা চাইছে তা নিয়ে লিখতেই হবে। তাতে যতই সমালোচনার ঝড় বইয়ে যাক, যত মন্দই ভাবুক না লোকে, আমাকে। ট্রেন কখন চলতে শুরু করেছিল খেয়াল নেই। চন্দননগর স্টেশন আসতে বেশ কয়েকজন উঠলেন। একটা গ্রুপের চার পাঁচ জন স্টেশন থেকেই বিতর্ক ও সমালোচনা নিয়েই ট্রেনে উঠলেন এবং সে বিতর্কের রেশ চলল ট্রেনের মধ্যেও। বিষয় আন্না হাজারের দুর্নীতি বিরোধী আন্দোলন ও তার নিবারনে লোকপাল বিলের কার্য্যকারীতা, কিরণ বেদীর বিমানভাড়া, বাবা রামদেবের রামলীলা ময়দান কাণ্ড, A.M.R.I. হালপাতালের অগ্নিকাণ্ডের শিল্পপতিদের ভূমিকা ইত্যাদি, ইত্যাদি। সবের মধ্যে একটি বিষয় উঠে আসছিল আর সেটি হল দূর্নীতি ও তার মারাত্মক ফলাফল। কিন্তু কি করা

উচিত, কেনই বা করছি না এখনো। এবার আমার লেখার মূল বিষয় বস্তুতে ফিরে যাই। একটু ভাবুন? কি ভাববেন; কেন ভাববেন? ভেবে হবেই বা কি? ভেবে লাভই বা কি? ক্ষতিই বা কি? কার জন্য ভাববেন?

সেদিন ওদের আলোচনা শুনলাম আর ভাবলাম ওরা তো ঠিকই বলছে। সমাজের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুর্নীতির বাঁসা বেঁধেছে। আমরা সবাই দেখছি, কিভাবে অন্যায় হচ্ছে। দুর্নীতির জন্য মানুষ ভুগছে অথচ কেউ কোন প্রতিবাদ করছে না। আমরা প্রত্যেকেই কম বেশী দুর্নীতির মধ্যে জড়িয়ে পড়ছি। অন্যায় করেও আমরা কখনও কখনও তাকে অন্যায় ভাবিনা। এবার ভাবুন? অন্ততঃ নিজের জন্য ভাবন। কারণ ফলভোগ আপনাকেই করতে হবে। ভাবতে হবে, কিভাবে নিজেকে যতটা সম্ভব দুর্নীতিমুক্ত রাখা যায়। নিজের সাথে সাথে সমাজের জন্য ভাবুন, আর কিছু করুন। তাতে আখেরে নিজেরই মঙ্গল। নিউটনের তৃতীয় গতিসূত্র আমরা প্রায় সকলেই জানি—"প্রত্যেক ক্রিয়ার সমান ও বিপরীত প্রতিক্রিয়া আছে' আমার মনে হয়, ব্যক্তিজীবনের ও সমাজজীবনের প্রতি আপনার ক্রিয়াকলাপ, পাপ-পূণ্য প্রতিটা ক্ষেত্রে সমান ফলপ্রাপ্তি হয়।

প্রথমে আসি আন্না হাজারের কথায়। ওদের একজন বলল গান্ধিজীর আন্দোলনের পথে গিয়ে অনশন করে সরকারকে লোকপাল বিল আনতে বাধ্য করা। কিছুটা বাড়াবাড়ি হলেও, দুর্নীতি নিবারণ বিল লোকপাল এর জন্য তার অবদান আছে বৈকি। তার কথা শেষ হতে না হতেই ওদের মধ্য হতে একজন বলে উঠল সবই মানলাম কিন্তু আন্নাজী কি নিজে সম্পূর্ণভাবে দুর্নীতিমুক্ত ছিলেন বা আছেন? আন্নার সহযোগী কিরণ বেদী, একজন প্রাক্তন সৎ আই.পি. এস অফিসার বলে খ্যাত। তিনি যখন বিমান ভাড়ার টাকা নিয়ে সেই টাকা তার সংস্থাকে দান করা এবং সেই ভাড়ার টাকার কিয়দংশ নিয়ে ট্রেনে যাওয়া কি অন্যায়ের মধ্যে পড়েনা? ওদের চোখে বাবা রামদেবের দুর্নীতি বিরোধী অভিযান কি মানায় যার কোটি কোটি টাকার দান এখনও হিসাব বর্হিভূত। ভাবুন, একটু ভাবুন, কোনটা ন্যায় আর কোনটা অন্যায়। কোনটা করা উচিৎ আর কোনটা করা উচিত নয়। ব্যান্ডেল স্টেশন্ ছাড়ার পর ওদের আলোচনা আরও গভীর হল। ওদের যুক্তিতর্কগুলো আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমারও ওদের আলোচনায় অংশ নিতে লোভ হল। কিন্তু না ওদের বিতর্কের মধ্যে নিজেকে জড়াতে সাহস হল না তবে হ্যাঁ, উপভোগ করছিলাম ওদের বাস্তববাদী বিতর্ককে। মনে হচ্ছিল ওরা যেন আমাদের মনের কথা বলছে। কোন কোন ক্ষেত্রে আমার মনের কথা হুবহু মিলে যাচ্ছিল। যে বিষয়টা মিলে যাচ্ছিল, যখন একজন বলল বর্তমান যুগে ১০০ শতাংশ সৎ মানুষ হওয়া সম্ভব কিনা? আমিও মনে মনে বিশ্বাস করি এই সমাজে ১০০ শতাংশ সৎ মানুষ হওয়া সম্ভব নয়। এমনকি ৯৫শতাংশ -৯৯ শতাংশ সৎ ব্যক্তির সংখ্যাও বিরল। তবে ৮৫শতাংশ-৯৫শতাংশ সৎ ব্যক্তিকে প্রকৃতপক্ষে সৎ বলা যায়। এখানে অন্যায় করবো না বলে কেহ শপথ নিতে পারলেও, কেহ যদি ভাবে কোন অন্যায় সহ্য করবো না বা অন্যায় জেনেও উপেক্ষা করবো না, তা আদৌ কি সম্ভব? যে উদাহরণগুলো সেদিন দেওয়া হয়েছিল সেগুলিই বরং দেওয়া যাক। যেমন ট্রাফিক পুলিশ গাড়ী দাঁড় করিয়ে ঘুষ নিচ্ছে। আপনি কি প্রতি ক্ষেত্রে প্রতিবাদ বা প্রতিকার করতে পারবেন, না পারছেন? আবার অফিসের বড়, মেজ, ছোট বাবুরা সরকারী কাজ এর বিনিময়ে ফিজ্ এর সঙ্গে অতিরিক্ত টাকা আদায় করছে বা ঘুষ নিচ্ছে। আপনি কি তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নিতে পারছেন। কিংবা যখন কোন উচ্চপদস্থ অফিসারের সামনে হাত বাড়িয়ে টাকা নিচ্ছে, এটা দেখেও কি তিনি প্রতিবাদ করছেন বা করতে পারছেন? ওরা তাই সৎ ও অসৎ ব্যক্তিদের কয়েকটি ভাগে ভাগ করলেন। যেমন গ্রুপ-এ-১০০ শতাংশ সৎ লোকের সংখ্যা নেই। গ্রুপ-এ-৯৬-৯৯শতাংশ সৎ লোকের সংখ্যা-৩ শতাংশ, গ্রুপ-বি ৮৫-৯৫ শতাংশ সৎ লোকের সংখ্যা ৭ শতাংশ, গ্রুপ-সি-৭০-৮৪শতাংশ সৎ লোকের সংখ্যা ১০শতাংশ, গ্রুপ-ডি-৫০-৬৯শতাংশ সৎ লোকের সংখ্যা ১৫শতাংশ, গ্রুপ-ই-৩০-৪৯শতাংশ শতাংশ সৎ লোকের সংখ্যা ৩০শতাংশ এবং ১৫-২৯শতাংশ যাদের দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি বলে তাদের সংখ্যা -২০শতাংশ এরা এল গ্রুপ-এফ ভুক্ত, অতি চরম দূর্নীতিবাজ ব্যক্তির সংখ্যা ১০শতাংশ, এরা গ্রুপ-জি ভুক্ত এবং এইচ গ্রুপ ভুক্ত বা অতি অতি চরম দুর্নীতিবাজ এরা সংখ্যা ৫শতাংশ।

ওরা যখন পরিসংখ্যান দিচ্ছিল, তখন মনে হচ্ছিল ওগুলো অযৌক্তিক। কিন্তু না, পরে ওদের ব্যখ্যা থেকে মনে হল পরিসংখ্যানের ও বিশেষ প্রয়োজন আছে।

প্রথমে আসি গ্রুপ-এ এর কথায়, ১০০শতাংশ সৎ ব্যক্তি এই সমাজে থাকা সম্ভব নয়। দেশের সমস্ত অইন মানা যে

সবার পক্ষে সম্ভব নয় তাহা এই দেশের আইন প্রণেতারাও মানবেন নিশ্চয়। গ্রুপ-এ অর্থাৎ ৯৬-৯৯শতাংশ সৎ ব্যক্তিরা সমাজের কাছে হয় বোকা না হয় পাগল। গ্রুপ-বি ৮৫-৯৫শতাংশ সৎ ব্যক্তিরা, পাপের ভয় এবং পুণ্যের আশায় নিজেকে সংযত রাখে। এরা চায় নিজে ভালো হতে আর সমাজকে দূষণমুক্ত রাখতে। নিজে অন্যায় করেনা এবং অন্যকে অন্যায় থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করে। এরপর আসি গ্রুপ-সি অর্থাৎ ৭০-৮৪শতাংশ সৎ ব্যক্তিদের কথা। এরা নিজেরা মনে প্রাণে সৎ থাকতে চেষ্টা করে, কিন্তু অন্যরা অসৎ হলে এদের কোন ক্ষতি নেই বা এরা অন্যায়ে কোন প্রতিবাদ করে না। গ্রুপ-ডি অর্থাৎ ৫০-৬৯শতাংশ সৎব্যক্তি এরা গ্রুপের সর্বশেষ সৎ ব্যক্তি বলে ধরা হয়। এরা নিজে অসৎ হতে চায় না। কিন্তু স্রোতের বিপরীতেও যায় না। অসৎ উপায়ে অর্জিত টাকার ভাগ নিতে ছাড়ে না। এই গেল এদের ভালো লোকের কথা।

এবার আসি, অসৎ ব্যক্তির পরিসংখ্যানের ব্যাখ্যায়। ই গ্রুপ বা ৩০-৪৯শতাংশ সৎ বা যারা অসৎ ব্যক্তি বলে পরিচিত, এরা চায় নিজের ক্ষমতার অপব্যবহার করে অতিরিক্ত কামানো। বা অসৎ ধান্দা করা। F, G, এবং H গ্রুপের দুর্নীতিবাজ বা চরম দুর্নীতিবাজ বা অতি চরম দুর্নীতিবাজ ব্যক্তি বলে ধরা হয়। একজন বললেন, এই নিখুঁত পরিসংখ্যান দেবার উদ্দেশ্য কি? এবার পরিসংখ্যান ব্যখ্যা করা ব্যক্তি বললেন, হ্যাঁ এবার বলবো আমার এই পরিসংখ্যানের উদ্দেশ্য। সমাজের যদি কেউ ভালো চায় বা ভালো করতে পারে, তারা হল এ গ্রুপ এবং বি গ্রুপ সদস্যরা। সুতরাং সমাজ থেকে প্রথমে ঐ ধরণের লোকগুলোকে খুঁজে বার করতে হবে বা চিহ্নিত করতে হবে এবং এদের সংঘবদ্ধ করতে হবে। তারপর তাদের উপর দায়িত্ব দিতে হবে, সমাজের দুর্নীতি নিবারণ বা দূষণ নিবারণের। প্রতিটা সরকারী বা বেসরকারী দপ্তরে, এমনকি সমাজের প্রতিটা স্তরে। এই এ এবং বি শ্রেণীর ব্যক্তি ৩+৭ বা ১০শতাংশ অবশ্যই আছে। কিন্তু এরা প্রচার বিমুখ ব্যক্তি। এরা অবশ্যই সমাজের ভালো চায়। এদের উপর ভরসা রাখলে অবশ্যই সমাজের মঙ্গল হবে। সততাই বল। সুতরাং এদের সঙ্ঘবদ্ধ শক্তিও অধিক। অন্ততঃপক্ষে দুর্নীতিবাজ বা চরম দুর্নীতিবাজ কিংবা অতি চরম দুর্নীতিবাজদের সায়েস্তা করার ক্ষমতা এরা রাখে। তবে যারা নিজেদের অতি সৎ বলে প্রচার করে তাদের বিশুদ্ধতাও পরখ করে নিতে হবে। G এবং H গ্রুপের লোকেদের উপযুক্ত শাস্তিই প্রাপ্য। তবে তাদের ভালো হবার সুযোগ দিতে হবে। C এবং D গ্রুপের সাহস ও সুযোগ দিতে হবে, যাতে করে ওরা A বা B গ্রুপে প্রবেশ করতে পারে। ভালো কাজের স্বীকৃতি ও খারাপ কাজের তিরস্কার অবশ্যই করতে হবে। E এবং F গ্রুপকে প্রথমে সতর্ক করা, পরে অর্থদণ্ড দেওয়া এবং পরিশেষে শাস্তি দিতে হবে। একজন বললেন, এবার বুঝলাম, আন্না হাজারে, কিরণ বেদী কিংবা বাবা রামদেবের নামে দুর্নীতির অভিযোগ উঠলেও ওরা নিশ্চয় A, B বা C গ্রুপের সদস্য। আমার মতো ঐ ট্রেনে আরো কিছু ভক্ত বা শ্রোতা ছিল ঐ আলোচনায়। এরূপ একজন অতি উৎসাহী শ্রোতা জিজ্ঞাসা করল, দাদা আপনি যেটা ভাবছেন বা বলছেন সেটা কি আদৌ সম্ভব। আমরাতো সত্যই প্রত্যাশা নিয়ে আছি। সমাজের একটা পরিবর্তনের ঝড় আসবে বলে, সত্যই কি সমাজের প্রতিটা স্তরে ঐ চরম দুর্নীতিগ্রস্ত অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসা সম্ভব? এবার লোকটা আরও সাহস ও দৃঢ়তা নিয়ে বলল— পরিবর্তন তো আসতে শুরু করে দিয়েছে। আপনি কি কোন পরিবর্তনের অবস্থা দেখছেন না? কোন সৎ, নির্লোভ, নির্ভীক ব্যক্তির হাতে রাজ্যের শাসনভার থাকলে অবশ্যই সৎ ব্যক্তিরা উৎসাহিত হবেন। অধিক সংখ্যায় লোক C ও D গ্রুপ থেকে A বা B গ্রুপে প্রবেশ করতে পারবে। পরিবারের কর্তা বা প্রধান ভালো হলে, অন্যান্যরা নিজেদের কিছুটা অন্ততঃ ভালো হতে চেষ্টা করে। অন্ততঃপক্ষে দুর্নীতিবাজরা কিছুটা সংশোধিত হবে। যেমন সৎ পিতা মাতার সন্তান, সাধারণত সৎ হয়। অবিভাবকের উদ্দেশ্য যদি সৎ হওয়া, সৎ থাকা, অপরকে সৎ হতে সাহায্য করা হয়, বা দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো হয়, তাহলে অবশ্যই কিছুটা হলেও সার্থক হবে। আর এই কাজে A বা B গ্রুপের ব্যক্তিদের সাহায্য ও সহযোগিতা প্রয়োজন, দুর্নীতি নিবারণের ভার দুর্নীতিবাজদের উপরে বর্তালে, তা অধিক দুর্নীতির জন্ম নেবে।

আবার বলছি ভাবুন, নিজের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য ভাবুন। নিজের সমাজের জন্য ভাবুন এবং কিছু করুন। ভালোকে ভালো বলুন, খারাপকে খারাপ বলুন। ভালো কাজকে স্বীকৃতি দিন, প্রশংসা করুন। দুর্নীতিবাজদের ঘৃণা করুন। অন্যায়কে মেনে না নিয়ে রুখে দাঁড়ান। তাহলেই আপনি সমাজের জন্য কিছু করলেন। লোকটা যখন এই কথাগুলো বলছিল তখন আমার মনে পড়লো আমার পুরাতন এক কবিতার কথা। কবিতাটির নাম—

নব প্রজন্মের নূতন স্লোগান

আমরা এসেছি এই সমাজে, নব প্রজন্মের এক সাক্ষী হতে।
যেখানে মানুষের ব্যক্তি স্বার্থপরতা, নিয়ে যাচ্ছে সমাজকে, ধ্বংসের পথে।।
কোন ব্যক্তির ঘরে চুরি করলে, আমরা চোরকে ধরে শাস্তি দিই।
আর জনগণের টাকা নয়ছয় করলে, আমরাই তাকে প্রশ্রয় দিই।।
'দুর্নীতি' নামক রোগটা, ব্যক্তি মানুষ ও সমাজকে কুষ্ঠের আকার দিয়েছে।
কিছু ভালোমানুষ, এম. ডি. টি. আবিষ্কারের মত,
সমাজ বাঁচাবার পথ, অনুশীলন করে চলেছে।।
বহু মানুষ, আজও এগিয়ে আসে, সমাজের কুসংস্কার, কু-প্রথার
এমনকি নির্যাতনের বিরুদ্ধে মানুষকে সজাগ করতে।
অনেক স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনও কাজ করে,
দূর্গত মানুষের জন্য, এমনকি স্বাস্থ্য সচেতনতা বাড়াতে।।
কিন্তু দুর্নীতি নামক এই সমাজনাশক রোগ হতে বাঁচাতে এরা নিরব কেন?
উপেক্ষা আর নিরবতার অর্থ হল প্রচ্ছদ সমর্থন,
এটা কি সবাই মান?
রবীন্দ্রনাথ বলে গেছেন,
"অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে,
তব ঘৃণা তারে যেন তৃণসম দহে।"
আর সমাজের বর্তমান অবস্থান থেকে অনেকে বলেন,
"অন্যায় যে নাহি করে আর অন্যায় যে নাহি সহে,
উভয়েই ভুল করে, কষ্ট সহে, শুধু মিথ্যা মোহে।।"
'দুর্নীতির' উদাহরণ দিলে, লিখে শেষ করা যাবে না।
কারা করছে? কিভাবে করছে? তাও কারোর বোঝাবার দরকার হবে না।।
চোখের সামনে হলেও, প্রতিবাদের সাহস,
মানুষ হারিয়ে ফেলছে।
কখনও ভয়ে, কখনও বা অযথা ঝামেলায় জড়ানো নয়,
এইভাবে প্রতিবাদী মনকে মানুষ গুটিয়ে নিচ্ছে।।
তবে কি ডুবন্ত সমাজকে, বাঁচাবার আর কোন রাস্তা নাই।
চোখের সামনে তলিয়ে যাচ্ছে, আর আমরা শুধু ছটপট করে যাই।।
আসুন না! সবাই মিলে এর উপায় খুঁজি।
আন্তরিকতা, প্রতিবাদী মন আর সাহস-
এই হউক আমাদের আসল পুঁজি।।
একজন নয়, দুইজন নয়, প্রতিবাদী ভালোমানুষের দল,

তাড়াতাড়ি সঙ্ঘবদ্ধ হয়ে যাও।
সেচ্ছাসেবী সংগঠকরা, দুর্নীতি থেকে সমাজকে বাঁচাতে,
নিজেরা দায়িত্ব কাঁধে নাও।।
দেখবে ওরা ভীত, ওরা দুর্বল, ওরা পিছু হটে যাবে।
আইন আর মানুষ, দুই আছে সাথে,
প্রয়োজনে ওদের শাস্তি দিতে হবে।।
পরিনামে দুর্নীতিবাজরা পালাবার রাস্তা নাহি পাবে।
সঙ্গে সঙ্গে ভালোমানুষের সংখ্যা সমাজে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি হবে।।
তাই নতুন প্রজন্মের হউক নতুন স্লোগান।
দুর্নীতির বিরুদ্ধে সঙ্গে সঙ্গে রুখে দাঁড়ান।।
এরা এক পাপী, এদের কাজকে ঘৃণা করতে শেখাও।
ভালো কোন কাজে, ভালো মানুষের প্রাপ্য স্বীকৃতি দাও।।
প্রত্যেক মানুষের ভালো হবার, সুপ্ত বাসনা আছে মনে।
তা যেন কোনভাবে হারিয়ে না যায়, কোন ক্ষণে।।
আমাদের সদ ইচ্ছায় সুদ্ধ হবে সমাজ।
আর মোটেই কঠিন নয় এই কাজ।।
আসুন না সবাই মিলে, হাতে হাত দিয়ে কাজ করি।
কাল হয়, পরে নয়, এখনি কাজ শুরু করি,
আর সুস্থ সমাজ গড়ি।।

একবার আমার কবিতা পড়ে, আমার প্রিয় এক দাদা, যার সততা নিষ্ঠাকে আমি সম্মান করি, তিনি রসিকতা করে বলেছিলেন তোমার এটা কবিতা নয় যেন সভায় বক্তৃতা হচ্ছে। আমি বলেছিলাম দাদা আমি কবি হতে চাই না। শুধুমাত্র একজন প্রতিবাদী মানুষ হতে চাই। যদি আমার লেখা পড়ে একজনও কেউ কিছু করে বা নিজেকে পরিবর্তন আনে তা হলেই আমার লেখা সার্থক। ঐ দাদাকে পাঠানো কবিতাটা এখানে দিচ্ছি, তবে একটু পরিবর্তন করে। দেখুন কেমন বক্তৃতা—

সততার মূল্য এক নয়া পয়সা—এ প্রসঙ্গে অমিতদাকে খোলা চিঠি।

অমিতদা তোমাকে দিচ্ছি খোলা চিঠি,
তুমি পড়ে, উপযুক্ত গণ্য হলে,
তবেই দিও বীণাকে।
দেখ, বীণা যেন কাটছাট না করে, ছাপায় পুরোটা,
'সত্য বড় অপ্রিয়' এটা বুঝিয়ে দিও ওকে।।

সততার আর সৎ ব্যক্তির মূল্য
এই সমাজে, এক নয়া পয়সা।
আইনে, এর অস্তিত্ব আছে,
সমাজে কিন্তু অচল।

একশোটা এক নয়া পয়সা
কাউকে দিলে, সেতো তোমাকে
একটাকা মূল্যের জিনিস দেবে না,
উল্টে ভাববে এ এক পাগল।।

আর এর বিপরীত লোকেদের মূল্য
পুরা একটাকা, অর্থাৎ ষোল আনাই
সমাজে সচল।
অন্যায়, অবৈধ এদের কার্য্যকলাপ
জেনেও, কেউ কিন্তু ধীক্কার দেবেনা, কিংবা
প্রতিবাদ করবে না, বলবে না-
সমাজটা গেল রসাতল।।
দাদা, তুমি আমাকে একটা কথা বলবে,
চাকরিতেও সততার মূল্য আছে কি?
উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ কিংবা কোন সংস্থার দ্বারা
কেহ, কখনও, কাউকে ভালো কাজের স্বীকৃতি
বা যোগ্য সম্মান পেয়েছে কি?

যারা লক্ষ লক্ষ টাকা কামাবার লোভ
বর্জন করে, ধনী হবার সুযোগকে পদদলিত করে,
তারা আচ্ছন্ন থাকে কিসের মোহে?
শুধু নিজের কর্তব্য বোধে, নাকি লোকের মুখে-
প্রশংসা শোনার তরে, কিংবা পাপের ভয়ে,
পুণ্যের আশায়, বা ঈশ্বরের পুণ্য বার্তাবহে?

এদের দিয়ে বেশী মানুষের উপকার হয়,
এটা কি উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষ আদৌ চায়।
নাকি ওরাও চায়, দুর্নীতিবাজরা থাক, বাড়ী গাড়ী
সম্পত্তি যা কিছুই করুক, যেভাবেই করুক
কেহ যেন ওদিকে নজর না দেয়।।

তাই তাদের শাঁসালো পোষ্টিং করে দিতে,
কিংবা অনৈতিক কাজে নৈতিক সমর্থন দিতে,
কর্তপক্ষের নেই কোন বিরাম।

সদ লোকের খবর কেউ না রাখতে,

আর, প্রতিবাদীদের সমূল ধ্বংস করতে,

বা গায়ে কাদা ছিটাতে, কাজ করে চলেছে অবিরাম।

ট্রেনের মধ্যে নিজের কল্পনা ও ভাবনা মিশিয়ে আলোচনার শ্রোতা হিসাবে বেশ উপভোগ করছিলাম। কখন যে বর্ধমান পৌঁছে গেলাম তার টেরও পেলাম না। যারা এতক্ষণ সমাজ সংস্কার ও দুর্নীতি নিয়ে আলোচনা করছিল তারা উঠে দাঁড়ালো, নামার জন্য। এবার ওদের একটা ধন্যবাদ না দিয়ে পারলাম না। বললাম, আপনাদের মত দেশের সবাই যদি এরূপ ভাবতো, তাহলে অবশ্যই দেশের উন্নতি হত।

ওরা নেমে যেতে, আবার একদল উঠল। তাদের মধ্যে একজনের আত্মীয় আমরির অগ্নিকাণ্ডে প্রাণ দিয়েছেন। দিনের পর দিন কিভাবে হাসপাতালে চিকিৎসার বিনিময়ে ব্যবসা হয়। মানুষকে শোষণ করে নেয় তার বিবরণ দিতে লাগলেন। মানুষ বাধ্য হয়ে, সমস্ত অত্যাচার নীরবে মেনে নিচ্ছিল। যে প্রাণের জন্য মানুষ এত অন্যায়, অত্যাচার নিরবে সহ্য করতে বাধ্য হয়েছে, সেটা যখন বিপন্ন, তখন আর মানুষ নীরব থাকবে কেন?

যাই হোক বর্ধমান থেকে বোলপুর পর্যন্ত ওদের সমালোচনা শুনতে শুনতে এলাম। ভাবলাম, হায়, ঈশ্বর কিছু করো, যাতে মানুষ তার মনুষ্যত্ব আবার ফিরে পায়। তবে একটা কথা মনে আন্দোলিত হচ্ছিল, মানুষের প্রাণের ক্ষেত্রে ধনী গরীব পার্থক্য নেই। দুর্ঘটনা ধনী গরীব মানে না। বাড়ীতে ফিরে এদিনের ঘটনা লিখতে শুরু করছিলাম। কয়েকদিন কেটে গেল, লেখা শেষ হবার আগে ঘটল, আরো এক মর্মান্তিক ঘটনা। ১৭০ জন মদ্যপায়ী বিষাক্ত মদ খেয়ে প্রাণ দিলেন। চোলাই মদের সঙ্গে বিষ ফিরাডন ও মিথাইল অ্যালকোহল মিশিয়ে মানুষকে যারা তিলে তিলে মারত, আর যারা এটাকে জেনেও প্রশ্রয় দিত, তারা কি সমান অপরাধী নয়। যাদের উপর এর দায়িত্ব ছিল প্রতিকার করা, ব্যবস্থা নেওয়া, তারা পয়সা নিয়ে, বে-আইনী কার্য্যকলাপকে সাহায্য করেছে। এদের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানো এখনই দরকার। নাহলে আরও অজস্র মানুষের প্রাণ এভাবেই যাবে। মানুষের জীবন নিয়ে যারা ব্যবসা করছে, তাদের বিরুদ্ধে সঙ্ঘবদ্ধভাবে প্রতিবাদের সময় এসেছে। আর নীরব থাকবেন না আরো বড় ক্ষতি হয়ে যাবে। সুতরাং ভাবুন। নিজের জন্য ভাবুন। দুর্নীতির স্থান সমাজে কোথায় গিয়ে দাঁড়িয়েছে।

আমার লেখা শেষ করার সময় একটা কথা বার বার মনে হচ্ছে, আজ কিন্তু, সত্যিই দেশের আপামর জনসাধারণের দ্বারা নির্বাচিত সাংসদরা ভাবতে বাধ্য হয়েছেন যে, এবার দুর্নীতির বিরুদ্ধে প্রতিকার হওয়া সত্যিই সর্বাগ্রে প্রয়োজন। লোকপাল বিল নিয়ে সাংসদের গুরুগম্ভির আলোচনা শোনার পর মনে হচ্ছে, সত্যিই মানুষ সজাগ হচ্ছে। সুতরাং আপনি, আমি সবাই আসুন, একটু ভাবি। কিছু করে দেখাই। অধিক সংখ্যায় লোক ভাবতে থাকলে, কিছু করলে, অবশ্যই সমাজের মঙ্গল। আমরা আশা রাখি, ভারত আবার জগৎ সভায় দুর্নীতি নিরসনে শ্রেষ্ঠ আসন লবে।

মেদিনীপুরের লোককথার কাহিনী-অঙ্গসজ্জা ঃ একটি খসড়া মডেলের প্রস্তাবনা

দেবাশিস বসু

এ. ডি. এস. আর., সুতাহাটা

১.০. সারসংক্ষেপ

১.১. মেদিনীপুরের লোককথায় যে কথাবীজগুলির অস্তিত্ব আছে সেগুলিকে সাধারণভাবে বিশ্বের নানা প্রান্তের লোককথায় পাওয়া যাবে। অতএব, এই দৃষ্টান্তে লোককথার আন্তর্জাতিক ভিত্তি প্রমাণিত হয়। স্টিথ টমসনের সূচী অনুযায়ী মেদিনীপুরের কথাবীজ সূচী থেকে 'পরীক্ষা' ও 'ছলনার' প্রাধান্য দেখা যায়। তারপর একে একে আসতে পারে জসন, যাদু, চাতুর্য, বোকামি, বিধিলিপি, মৃত্যু ইত্যাদি। অর্থাৎ শ্রোতার ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়-গোষ্ঠী-শ্রেণীগত পার্থক্যের জন্য কথার ধরন ও কথাবীজের পার্থক্য হচ্ছে না।[১] কিন্তু প্রত্যেক লোককথার যেমন নিজস্ব একটি 'কাহিনী' থাকে তেমন ঐ কাহিনির থাকে নিজস্ব একটি অঙ্গসজ্জা (Story structure)। এ কথা কাহিনীর অঙ্গসজ্জা(এরপর থেকে শুধু 'কথা অঙ্গ' বলে উল্লেখ করব) নিয়ে বিশেষ লেখা জোখা হতে দেখিনি। মূলত ভ্লাদিমির প্রপ[২] প্রণীত 'পদ্ধতিগত বিশ্লেষণ' থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে এবং মেদিনীপুরের ছয়টি কথা-কাহিনীর পাঠপর্যালোচনা করে এই প্রবন্ধে 'কথা অঙ্গের' একটি খসড়া মডেল তৈরি করা হয়েছে। মডেলটির সর্ব্বমোট সাতটি উপাদান; তিনটি সামাজিক অনুসঙ্গঘটিত (Societal) : যথাক্রমে আদরা (S_α), কর্মফলভোগ (S_β) এবং লোকপ্রস্তাব (S_υ)। বাকি চারটি সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াশীলতা সূচক (Functional); ক্রমান্বয়ে ঃ গৃহত্যাগ (F_α), মোকাবিলা করণ (F_β), প্রাপ্তিযোগ (F_υ) এবং প্রয়োগ (F_δ)। খসড়া মডেলটির গাণিতিক রাশিমালা ঃ কথা অঙ্গ $= S_\alpha + F_\alpha + F_\beta + F_\upsilon + F_\delta + S_\beta + S_\upsilon$। উপাদনগুলির 'প্রকারভেদ' এবং তস্য 'বিকল্প' যেখানে যেখানে থাকতে পারে তা দেখিয়েছি। মেদিনীপুরের দুইটি কথাকে নমুনা হিসাবে গ্রহণ করে প্রত্যেকটির কথা অঙ্গ নির্মাণ করা হয়েছে। আবার, ঐ দুটির একটির সঙ্গে সদৃশ একটি দৈনিক লোককথার অঙ্গসজ্জার তন্নতন্ন তুলনা ও দেখানো হয়েছে। পরিশেষে, ঐ তুলনার নিরিখে সিস্টেম থিওরি ভিত্তিক প্রাসঙ্গিক একটি 'অনুমানের' কথাও বলা হয়েছে।

২.০. সূচনা

২.১. লোককথার কাহিনী বিশ্ব সভ্যতার এক আদি উপাদান। প্রবাহিত জীবনের জঙ্গমতায় মিলেমিশে থাকে মূল্যবোধের ইঙ্গিত, নীতিকথা-কথক যেখানে লোক শিক্ষক।[৩] আখ্যানের বয়ানে তাই কী করলে ভালো হয়, কী করলেই বা মন্দ, তার নির্দেশ। কাহিনির অঙ্গে তাই দ্রবীভূত হয়ে থাকে কৃষ্টিপর চেতনার আদিকল্প। কিন্তু ভালো মন্দ তো ত্রিকালব্যাপ্ত অথচ লক্ষ্যশ্রোতা সাম্প্রতিক। তাই কথক দৈনন্দিনকে ফেলতে পারেনা[৪] কিন্তু যেহেতু কথকথা বাচ্যরূপ সংশ্লিষ্ট তাই কথা অঙ্গের ঠাঁই নেই এখানে। প্রথমে তাকে হতে হবে লেখ্য, তারপর শুরু হবে বিশ্লেষণের কাজ। ভাষা

১। ত্রিপুরাশঙ্কর সেন, লোককথা, দে. লো.প্র ইন্দ্র-মেদিনীপুর, লোকসংস্কৃতি ও আঞ্চলিক সংস্কৃতিকোষ, প. চ. সরকার (কলিকাতা, ২০০২), পৃ. ১৬৭। মেদিনীপুরের প্রচলিত লোককথা প্রসঙ্গে আলোচিত।

২। Vladimir propp, Morphology of folktala, with a preface by L.A. Wagner And new Introduction By A. Dundes, 2nd Ed, Rvd, University of Texas Prers (Austin, 2005).

৩। বেলাভূমে, কথকতার নানাকথা, নিত্যদেবের ইতিহাস, সম্পা. সেঁ. ভদ্র ও পা. চট্টোপাধ্যায়, প্র. স (প.ব্রু), আনন্দ পাব (কলকাতা, ২০০৮) পৃ ২৪৪।

৪। ঐ।

বিজ্ঞানী স্যসার[৫] অবয়ব বাদের (Structuralism) জন্ম দিলেন এবং সাধারণ কথ্য ভাষা (Parole) এবং ব্যকরণগত ভাষা (Language)-এর পার্থক্য করলেন। প্রথমে ভাষা থেকে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিকে ক্ষুদ্রতম বর্গ (Taxon) গুলিকে আলাদা করে সনাক্ত করা হল এবং পরবর্তীধাপে বর্গীকরণ (Taxonomy) সম্পূর্ণ করা হল যাতে করে অনায়াসে দুই বা ততোধিক ক্ষুদ্রতম বর্গের পারস্পরিক সম্পর্কের অন্তর্নিহিত তাৎপর্য অনুভব করা যায়; এই হল অবয়ববাদ। এই-প্রবন্ধের মূল যে উপজীব্য অর্থাৎ কথা-অঙ্গ তার নির্মাণ এই অবয়ববাদের সাহায্যেই করা হবে। অতএব, কোন কাহিনীর থেকে তার সঙ্গে সম্পৃক্ত যে আঞ্চলিক বাচনভঙ্গি, প্রক্ষিপ্ত আবেগ তড়িত মন্তব্য, ছড়া তা বাদ দিলে যা অবশিষ্ট থাকবে তাই ঐ কাহিনীর 'কথাঅঙ্গ'। কথা অঙ্গের আলোচনা-পরিসরে আমরা এই প্রবন্ধে বর্গীকরণের লক্ষ্মণগন্ডী অতিক্রম করব এবং দেখাতে পারব কী ভাবে সাতটি উপাদান ($S_\alpha \rightarrow S_\upsilon$) হয় একত্রে নয়ত নির্দিষ্ট কয়েকটির সমবায়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত থেকে মূল কাহিনিটির সংস্থিতি গঠন করে।

২.২. প্রপ একটি রুশরূপকথা[৬] কে নমুনা হিসাবে নিয়ে তার কাহিনী থেকে কিছু উপাংশকে এমনভাবে আলাদা করে নিলেন যাতে করে প্রতিটি উপাংশ এক একটি প্রগাহ্য ক্ষুদ্রতম বর্গে পরিণত হয়। যথা ঃ

(ক) এক রাজা এক নায়ককে একটি বাজপাখি উপহার দিল; বাজপাখিটি নায়ককে উড়িয়ে নিয়ে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেল,

(খ) এক বৃদ্ধ সুসেঙ্কো (Sucenko)-কে একটি ঘোড়া উপহার দিল; ঘোড়াটি সুসেঙ্কোকে অন্য রাজ্যে নিয়ে গেল,

(গ) এক রাজকন্যা ইভান (Iva'n)-কে একটি আংটি উপহার দিল; এক যুবাপুরুষ ঐ আংটি থেকে বেরিয়ে এল এবং ইভানকে নিয়ে অন্য রাজ্যে গেল। প্রপ দেখাতে পারলেন যে উপরিউক্ত (ক-গ) উপাংশগুলি যে চরিত্রগুলির উল্লেখ করছে তাদের নাম-ধাম, সামাজিক পরিচয় / অবস্থান ইত্যাদি বৈশিষ্ট্য (Attribute)গুলির পরিবর্তন হচ্ছে ঠিকই কিন্তু কখনই সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াশীলতা বা তদ্‌জাত কার্যকলাপ (Action) গুলির পরিবর্তন হচ্ছে না অর্থাৎ ঐগুলি ধ্রুবক থাকছে। এইভাবে প্রপের বিশ্লেষণে ধ্রুবক (constant) ও পরিবর্তনশীল (Variable) রাশির দ্যোতনা তৈরি হল। প্রপের পক্ষে এটা করা সম্ভব হল কেননা ততদিনে বাচ্য-রূপকথা লেখ্য হয়েছে অর্থাৎ 'ছাপার অক্ষরে এসেছে'।[৭] কিন্তু প্রপ সামাজিক অনুষঙ্গ ঘটিত উপাদান [সা. উ.] গুলিকে অগ্রাহ্য করলেন এবং বিপরীতে শুধুমাত্র ক্রিয়াশীলতাসূচক উপাদান [ক্রি. উ] গুলি নিয়ে কাজ করলেন।

$= S_\alpha + F_\alpha + F_\beta + F_\upsilon + F_\delta + S_\beta + S_\upsilon$

৩.০ কথাঅঙ্গের গাণিতিক মডেল[৮]

৩.১. প্রস্তাবিত মডেলটিকে একটি রৈখিক সমীকরণ আকারে দেখান হয়েছে এবং সাতটি উপাদানের মধ্যে আগুপিছু বিস্তৃত তিনটি [সা. উ] এর মধ্যে চারটি [ক্রি. উ] কে সেঁদিয়ে দেওয়া হয়েছে। অতএব,

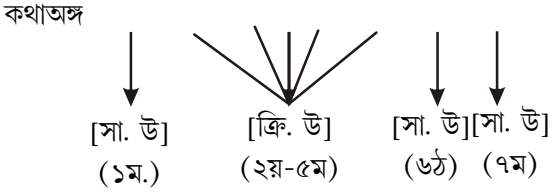

৫। 'Parole' এবং 'Language' নিয়ে চমৎকার আলোচনা যেখানে পেয়েছি—Claude Levi-Strauss, Structural Anthoropology, Basic Books (N. York, 1963). অগ্রসর পাঠকবৃন্দ অতিরিক্ত পাঠের জন্য দেখতে পারেন— Robert de. Beaugrande, Text Production : Toward a Science of Composition, Ablex (Norwood, 1984)। যদিও স্ট্রসের দার্শনিকতায় সিস্টেম থিওরির কোনো জায়গা ছিল না, ছিল 'What is' এবং 'What ought to be'-র দ্বন্দ্ব এবং তা থেকে উঠে এসেছিল 'Invariance' তত্ত্ব-ঐ আলোকময় পথনির্দেশ লোককথার পাঠ-পর্যালোচনা করতে গিয়ে আমাকে সিস্টেম থিওরি নিয়ে ভাবতে প্রভাবিত করেছিল। পরবর্তিকালে, এর সঙ্গে অমার লিখন-ভুবনে যুক্ত হয় রিকার্ডো রেইসের (টী. নং ১৬) যাদুবাস্তবতা। এই ভাবে কখনো স্যসারের অবয়ববাদ থেকে ঢেউ-এর তালে তালে দূরে চলে গেছি তারপর অবার একই তরঙ্গায়িত বিভঙ্গে ফিরে ফিরে এসেছি 'বুড়ি ছোঁয়ার' জন্য।

৬। 'রূপকথা' বলতে এখানে বুঝব এ্যান্টি অর্ণে প্রণীত টাইপ ইনডেক্স নং (৩০০-৭৪৯)। দ্র. V. Propp, প্রাগুপ্ত।

৭। আফানাস্ কৃত সংকলিত রুশ রূপকথা। ২.২. অনুতে উল্লিখিত (ক-গ) এই সংকলনে যথাক্রমে (১৭১,১৩৯ এবং ১৫৬) নং। দ্র. V. Propp, প্রাগুক্ত।

৮। P. B. Mireku-Gyimah, A concepto–Mathematical Structural Model for the Akan Folktale Story, European Journal of Social Sciences, Vol 20(3), 2011, বি.দ্র. পৃ. ৪০২। এই প্রবন্ধটি থেকে আমি মূল্যবান ধারণা পেয়েছি; আদর জানাই।

লোককথার প্রতি কাহিনিতে যেন কোন সামাজিক সমস্যার সমাধান ইঙ্গিত;[৯-১০] যদি ঐ ইঙ্গিত থেকে থাকে তবে অবশ্যই আছে কৃৎ-কৌশলগত প্রকরণ (Strategic Content)। হককথা কথাঅঙ্গের প্রতিটি উপাদান সম্পূর্ণ লোককথাটির আঙ্গিকে কী উপায়ে সুবিন্যস্ত হয়ে আছে তা জানতে বা দেখাতে না পারলে সমস্যা সমাধানের সকল প্রচেষ্টা নিছক বাতুলতার সামিল হতে পারে। সুতরাং, যখন লোককথা শুধুই আঁতুড়ে শিশু মনোরঞ্জনের মাধ্যম' তখন তার সুর সংহত এবং কতকটা কৈন্দ্রিক কিন্তু যখনই কৃৎ-কৌশলগত প্রকরণগুলির আলোচনা অর্থাৎ কথাঅঙ্গের বিচার বিশ্লেষণ তখন সেই সুর কেন্দ্রচ্যুত হয়ে শুধু 'লক্ষ্যপাঠকদের' মধ্যে ছড়িয়ে যায় না বরং বারংবার বিশ্লিষ্ট হতে হতে প্রসারিত হতে চায় মহাবিশ্বের মত। জানি এই অফুরান বিশ্লেষণ সুখপাঠ্য নয় কিন্তু এই অনুচ্ছেদে উল্লিখিত গাণিতিক মডেলটির রৈখিক চিহ্নসমষ্টি অন্তহীন পৌনঃপুনিকতার মধ্য দিয়ে স্তব্ধ এক সুর জাগিয়ে তোলে। এইখানেই একক কৌমচেতনার লোককথার সম্পৃক্ততা কেননা কোমবদ্ধ জনজাতির 'আত্মপরিচয়' কোন স্থবির ধারণা নয়। উল্টে তা এক সচল লোকযান। পরবর্তী অনুচ্ছেদে আমরা সাতটি ($S_\alpha \rightarrow S_\gamma$) উপাদানের একটি পূর্বাপর আলোচনা সেরে নেব।

৪.০. উপাদানগুলির তন্নতন্ন পাঠ

৪.১. আদরা (S_α)

৪.১.১. এটি প্রথম [সা. উ]; কতকটা কাহিনির 'জিরো বেস্'। অতএব স্থান-কাল-পাত্র-এর পাতি-পাতি বর্ণনের পাশাপাশি পাওয়া যায় সমস্যার ইঙ্গিতটির একটি পূর্বাভাষ। অতএব চিহ্নগুলি :

A = দৈনন্দিন বারমাস্যা; এর তিনটি সম্ভাব্য অবস্থা; সংকটময় [স.অ.], না-সংকটময় [না.অ], এবং পরীক্ষাধীন [প.অ]। আবার প্রত্যেকটির 'বিকল্প' আছে/থাকতে পারে (1, 2,.....n)।

অতএব, a = [স. অ.] : 1. দারিদ্র; 2. বিমাতার রোষ; 3. বোকামি; 4. সন্তানহীনতা; 5. বিবিধ (উদা. চারিত্রিক বিচ্যুতি, কর্তার অকালমৃত্যু প্রভৃতি),

b = [না. অ.] : 1. চাষ করতে যাওয়া/গরু বাগালি করা; 2. ইচ্ছাপূরণের স্বাদ।

c = [প. অ.] : 1. স্বপ্নপূরণের জন্য প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ; 2. বলবীর্যে ভয়ঙ্করকে বা অত্যাচারী উচ্চবর্গের প্রতিনিধিকে বোকা বানাতে বা হারিয়ে দেওয়ার জন্য ছক্ কষা।

B = কাহিনির চরিত্রগুলির পরিচয় দান; এখানে তিনটি 'প্রকার' (a – c) কিন্তু সংশ্লিষ্ট বিকল্পগুলি (1, 2, 3.....n) পাইনি। অতএব,

a = নায়ক।

b = খলনায়ক।

c = প্রেরক।

সুতরাং, লিখলে বুঝতে হবে : S_α = আদরা; A = দৈনন্দিন বারমাস্যা; b = [না. অ] কিন্তু(2) অর্থাৎ ইচ্ছাপূরণের স্বাদ এবং B = কাহিনির চরিত্রগুলির পরিচয় দেওয়া হচ্ছে কিন্তু b = খলনায়কের কথা বলা হয়েছে।

৪.২. গৃহত্যাগ (F_α)

৪.২.১. যখন 'আদরা' অংশে উপাদানগুলির বিন্যাস হয় $S_\alpha Aa$ অথবা $S_\alpha Ac$ তখন সচরাচর নায়ককে গৃহত্যাগ করতে দেখা যায়। তবে 'গৃহত্যাগ' বলতে আক্ষরিক অর্থে 'বিদেশযাত্রা' নাও হতে পারে কেননা জীবনের যাঁতাকল যদি নিশ্চিন্ত কোন-বদ্ধ প্রাত্যহিকির যাদু-গণ্ডীর বাইরে বেরুতে প্ররোচিত করে বা বাধ্য করে মনস্তাত্ত্বিক অর্থে তাও ঐ গৃহত্যাগের সামিল। (F_α) -এর দুটি 'প্রকার' (A, B) কিন্তু 'বিকল্প' নেই।

৯। হাতের নাগালে পেয়েছি ক্ষুদ্র Lal Behari Day, Folktales of Bengal, Macmillan (London, 1910)। আর পেয়েছি ক্ষুদ্র দিব্যজ্যোতি মজুমদার, বাংলা লোককথার তাইপ ও মোতিফ ইনডেক্স, লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতিকেন্দ্র, প. ব. সরকার, ৩য় পরি. সংস্করণ (কলিকাতা,২০০৫) এই (দিব্য.) গ্রন্থটি পড়ে আমি বিশেষভাবে উপকৃত। উপরি পাওনা হিসাবে পেয়েছি একশটি সু-সংকলিত বাংলা লোককথা (পৃ. ৯৪-১৫০)। আদর অনাই।